টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

দীর্ঘকাল ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
পণ্ডিত-প্রেস
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

৫৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২১শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৬ ইং 6th Aug. 1969 { ১২শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা বঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নানারকম ডিজাইনের কার্ড বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅনুত্তম
পণ্ডিত-প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R G.G. 44

দরিদ্রের ঘরে প্রভু পাঠালে আমারে
ধনের লালসা কেন দিলে মোর বুকে ?
পেট ভ'রে দুই বেলা জোটে না আহার,
তারপর দুরাকাঙ্খা ! মরি সেই দুঃখে ।

— দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ পথে না বিপথে ? ॥

—০—

এই রাজ্যের প্রশাসন কোন্ স্তরে উপনীত তাহা নিরপেক্ষ প্রথম পুরুষ বহুবচন মাত্রই জ্ঞাত আছেন। প্রবন্ধ লিখিতে গিয়াই নূতন কিছু লেখার স্পৃহা আসে; কিন্তু লিখিতে গিয়া দেখিতেছি সেই 'থোড়-বড়ি-খাড়া'র কচলায়ন ছাড়া আর কিছু হইতেছে না। শিক্ষায় নৈরাজ্য, শান্তিতে অভিশপ্ত ভাগ্য লইয়া বাঁচার নানান ঝক্কি, রাজ্যের পরতে পরতে মার-দাঙ্গা-র বিশৃঙ্খলা এই রাজ্যকে নানাভাবে পঙ্গু করিবার অর্থাৎ তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ ঘটাইবার ব্যবস্থা পাকা করিতে চলিয়াছে। গত বৃহস্পতিবার কলিকাতায় বিধানসভা ভবনে পুলিশী তাণ্ডব সব কিছুকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। দাবী পূরণ মানসে শেষ পর্যন্ত পুলিশও এই মহাজন নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা করেন নাই।

সংবাদে জানা যায় যে, গত বৃহস্পতিবার বাসন্তী থানাধীন ভরতগড়ের হাঙ্গামায় নিহত কনষ্টেবল শঙ্কর দত্ত শর্মার মৃতদেহ বহন করিয়া একটি পুলিশী শোকমিছিল বিকালবেলায় হঠাৎ রাজ্য বিধানসভা ভবনে প্রবেশ করে। ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায় লিখিতে মসী ও লেখনী কলঙ্কিত হইয়া উঠিবে। পবিত্রতা, শৃঙ্খলা আজ অতীতের বস্তু। শান্তিরক্ষার অগ্রদূতেরা 'ভগ্নদূতের' ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আপনাদের যোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছে। বিধানসভা কক্ষের আসবাবপত্র তছনছ করা হইয়াছে, ভাঙ্গা হইয়াছে মাইক ও অন্যান্য জিনিসপত্র। কিছু সংখ্যক এম, এল, এ প্রহৃত হইয়াছেন। প্রাণের দায়ে সেদিন বিধানসভা ভবন 'পালাও পালাও' রবে মুখর হইয়া উঠে। আর স্পীকার হইতে শুরু করিয়া সাধারণ কর্মী পর্যন্ত 'জান' লইয়া মান বাঁচানয় উৎকণ্ঠিত। এ যুগের ইহা একটি শ্রেষ্ঠ দক্ষযজ্ঞ।

ইহার ফলশ্রুতি—নানাদিক হইতে 'ছি-ছি'। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে হুমকি সহ্য করা হইবে না, ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবেই প্রভৃতি সান্ত্বনা-বাক্য শুনা গেল। কিছু কিছু পুলিশ বরখাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কতদূরে দাঁড়াইবে এখনই জানা যায় না। এই পুলিশী তাণ্ডবকে কেহ বলিতেছেন 'পুলিশ বিদ্রোহ' কেহ বলেন সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতার শ্রেষ্ঠ নজীর, কেহ বলেন চক্রান্তকারীর কাজ। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কাহাদের এই চক্রান্ত ? স্বয়ং পুলিশের না, বিরোধী দলের ? সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা না হইলেও চক্রান্ত বলিয়া উপস্থিত মত কূলরক্ষা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি সব হইবে ? এমন সাংঘাতিক বিষয় যদি রাজ্য সরকার অবহিত হইতে না পারেন, তবে জনগণ কোথায় দাঁড়াইবে ? রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগকে কি কেবল 'অজরামববৎ' সাক্ষীগোপাল রাখা হইয়াছে ? এত বড় একটা কাণ্ড হইতে পারে তাহা কি শোক মিছিলের যাত্রা পথেই হঠাৎ স্থির হইয়াছিল ? তাণ্ডব যখন পুরা মাত্রায় চলিতেছে, তখন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল না কেন ? এবং পরবর্তীকালে জেলায় জেলায় সতর্ক থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে কেন ? বিধানসভা ভবন কক্ষের পবিত্রতা নষ্ট করার পূর্বে আলিপুরে ২৪-পরগণার পুলিশের সদর দপ্তর যখন লণ্ডভণ্ড করা হয়, তখন রাজ্য সরকারের টেলিফোন, ওয়ারলেস প্রভৃতি কি অকেজো হইয়াছিল ? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াও শেষ করা যাইবে না।

মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, এই ঘটনা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। তিনি দায়িত্বশীল পদে সমাসীন। 'হারু সেখ' বা 'রামা কৈবর্ত্ত' এর মত অযৌক্তিক উক্তি তিনি নিশ্চয়ই করেন নাই। অতএব যে কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহা যাহাতে প্রমাণিত হয় এবং তাহার সম্পর্কে যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, এই আন্তরিক প্রার্থনা তাঁহার কাছে আজ প্রত্যেক পশ্চিমবঙ্গবাসী করিবেন। কে সেই চক্রান্তকারী ? কিসের উদ্দেশ্যে চক্রান্ত করিয়া বিধানসভা ভবনের সর্বজনস্বীকৃত পবিত্রতা নষ্ট করা হইল ? ইহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেই হইবে। রাজ্য সরকার ইহার জন্য প্রত্যেকের সান্তর সহযোগিতা পাইবেন।

প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত দেখা যাইতেছে যে, রাজ্য সরকার অস্ত্রাগার পাহারা দেওয়ার জন্য ইষ্টার্ণ রাইফেল বাহিনী নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে ভালই হইয়াছে। সর্বাত্মক পরিকল্পনা লইয়া যদি ষড়যন্ত্র করা হয়, তবে এই ব্যবস্থা নিতান্ত কাম্য। এখন দিন কয়েক পুলিশ বরখাস্ত ও গ্রেফতারের কাজ চলিবে। ইহাতেও কোন আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু কোথায় গলদ, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা আজ সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। যুক্তফ্রন্ট সরকার জনগণের এক তিলোত্তমা, বড় সাধের। তাই যুক্তফ্রন্ট সরকারের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, কাহারা আজ চক্রান্তে মাতিয়া দেশকে, দেশের প্রতিটি মানুষকে চূণকালি মাখাইয়া দিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। ইহার জন্যই সরকারকে কঠোরহস্ত হইতে হইবে। কথার তুবড়ি ছুটাইয়া আর কাজ হইবার নয়—এ চেতনা যদি তাঁহাদের আজও না হয়, তবে রাজ্যের ভরাডুবি ঘটাইয়া দেওয়াই বোধ করি, তাঁহাদের কাম্য—জনগণ আজ যদি সেই ধারণা তাঁহাদের 'তিলোত্তমা' সম্বন্ধে করেন, তবে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় কি ?

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

প্রধান শিক্ষক (সহকারী শিক্ষকদের প্রতি)—শুনুন, আমার মত এই যে, বিদ্যালয়ের ছেলেরা এবারে কোন ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ না নেয়। কারণ আকছার মারামারি হচ্ছে। আমি ত যেতে পারব না। আপনারা খেলাতে পারেন। আমার সমর্থন আছে।

গাছে তুলে দাও বন্ধু কেড়ে নাও মই,
তব নব প্রেমকথা কারেই বা কই ?

* * *

ইষ্টার্ণ ফ্রনটিয়ার রাইফেলবাহিনী পুলিশ ব্যারাকে মোতায়েন—সংবাদপত্রের হেডলাইন।

অল্ কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট!

* * *

জনান্তিকে শোনা গেল: বলতে পারেন দেশে হচ্ছে কি?

উত্তর: গণতন্ত্রের চোঁয়াঢেকুর।

* * *

কেন লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের কাছ থেকে লটারীর টিকিট কিনে থাকেন?— বিজ্ঞাপন।

আজ্ঞে, নেশায় মেতে ভুয়ো টিকিট নিয়ে বোকা বনতে আর টাকা পেঁচোয় পাওয়া হয়ে বিছানায় ছটফট করতে।

* * *

রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থী তিনটি জ্যোতিষ্ক—সর্বশ্রী সঞ্জীব রেড্ডি, ভি ভি. গিরি ও সি ডি. দেশমুখ।

তিনজনেরই ধারও আছে, ভারও আছে।

শিল্প-নগরী অরঙ্গাবাদ

ধ্বংসের করাল কবলে

শিল্প-নগরী অরঙ্গাবাদ। বিড়ি শিল্প। পঞ্চাশ হাজার মানুষের নিত্যকার শিল্প প্রয়াস তথা রুজি রোজগারের একমাত্র উপায়। উদয়াস্ত চলেছে অসংখ্য মানুষের এই শিল্প সাধনা -আর জীবন সাধনা। কারণ এ অঞ্চলের মানুষের একমাত্র জীবিকা হলো বিড়ি শিল্প। প্রাণ ধারণের, জীবন ধারণের সহায়ক কর্ম এই শিল্প। কিন্তু অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! মানুষ যেখানে জীবনের টানা-ভোরণে যন্ত্রণামুখর তখন প্রকৃতিও কি নির্দ্দয়? এই শিল্প নগরীর মানুষদের জীবনে এসেছে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়। গঙ্গার প্রচণ্ড ভাঙন। সর্ব্বগ্রাসী লোল জিহ্বা বিস্তার করে এগিয়ে আসছে প্রমত্তা গঙ্গা। শিল্প-নগর তারই কবলে কবলিত। আস্তিক মানুষ চরম বিশ্বাস নিয়ে এই সেদিন গঙ্গার পূজা সাড়ম্বরে করলো। কিন্তু এতেই কি স্তব্ধ হবে উন্মত্তার প্রচণ্ড পদক্ষেপ? না, এর সঙ্গে প্রয়োজন হবে সরকারের ভাঙন-নিরোধক-বিকল্প কোন ব্যবস্থা যা হয়তো বন্ধ করতে পারবে ভাঙনের দুরন্ত লীলা।

আদর্শ ছেলে

—০—

ঘটনাটি ঘটে গত ২৫শে জুলাই, শুক্রবার। ভৈরবতলা ঘাটের সামনেই ফেরীঘাট। একটি যাত্রীবাহী নৌকা ঘাট থেকে ছেড়ে দিয়েছে। নৌকাটির অধিকাংশ যাত্রীই গোয়ালজন হাই স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকগণ। নৌকার একদিকে দাঁড়িয়েছিল কয়েকটি স্নানার্থী ছেলে। বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে। নৌকাটা প্রায় মাঝ গঙ্গায় এমন সময় স্নানার্থী ছেলেগুলি জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁতার কাটতে লাগলো।

পেছনের ছেলেটি বয়সে সকলের ছোট। দেখা গেল, সে সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে কিন্তু সাঁতার কাটতে পারছে না। তার মাথাটা ক্রমশঃ জলের তলে তলিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে নৌকার অনেকের সে দৃশ্যটি নজরে পড়েছে, কিন্তু সকলে চুপচাপ।

গোয়ালজন হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র, নারায়ণও সেই নৌকায় স্কুলে যাচ্ছিল। বহরমপুর থেকে সে প্রত্যহ যাতায়াত করে। নারায়ণ ছেলেটির ওই রকম অবস্থা দেখে হাতের বইগুলি নৌকায় রেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দ্রুত সাঁতার কেটে গিয়ে প্রায় সংজ্ঞাহীন ছেলেটিকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করল।

সেদিন আর নারায়ণের স্কুলে যাওয়া হল না। ভিজে প্যান্ট জামা পরে তাকে বাড়ী ফিরতে হোলো। মৃত্যুর হাত থেকে যাকে সে বাঁচালো তার মা-বাবা কি জেনেছেন খবরটা? কেই বা রাখেন এই খবর। সেদিনই প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুলে ছাত্রদের কাছে নারায়ণের এই কৃতিত্বের কথা বর্ণনা করেছেন—সাহসী হৃদয়বান নারায়ণের প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে নারায়ণ কৃতী ছেলে। — কিন্তু আমাদের মতে একটু পার্থক্য আছে, যেখানে নৌকায় অন্যান্য আরোহী থাকা সত্বেও নারায়ণ একাই জলে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে ছেলেটিকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাল, সেইজন্য আমরা নারায়ণকে বলি, সে বর্ত্তমান যুবশক্তির অভিনব রূপ। নারায়ণের নিকট সমাজের অশেষ কৃতজ্ঞতা।

খাদ্যমন্ত্রীর 'শেষ কথা'

খাদ্যমন্ত্রী সুধীনকুমার ১৯শে জুন ব্যবসায়ীদের বলেছিলেন 'তিন সপ্তাহের মধ্যে তেল, দালদা, ডাল আর মসলার দাম কমাতে হবে কিন্তু সেই 'শেষ কথা' এখনও পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা আমল দিলেন না। সাধারণ মধ্যবিত্তের অবস্থা দিনের পর দিন চরমে উঠিতেছে। ঘরে ঘরে হাহাকার। শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে। সরকার বেকার ভাতার ব্যবস্থা এখনও করলেন না অদূর ভবিষ্যতে করবেন কি না তার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। শিল্প সম্প্রসারণের আশা দুরাশায় পরিণত হতে চলেছে। শিল্পে অশান্তি রয়েছে। কিছু সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান এখনও বন্ধ রয়েছে। সর্বত্রই বেতন বৃদ্ধির আওয়াজ কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ যাঁরা বেকারী জীবনের অভিশাপে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছেন তাঁদের উদরের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। লোকসভার সদস্যদের ভাতা ৩১ টাকা থেকে ৫১ টাকা হচ্ছে আর সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য বেতন কমিশনারের রিপোর্ট কার্য্যকর করা হচ্ছে না। যাঁরা 'দরিদ্রের' জন্য কথায় কথায় 'চোখের জল' ফেলে থাকেন ভাতা বৃদ্ধিতে তাঁরাও ট্যু আওয়াজ করলেন না। অর্থাৎ পেলে মন্দ কি ভাব নিয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন)।

জঙ্গিপুরে ছাত্র পরিষদ নেতা প্রিয়দাস মুন্সী

গত ২৭শে জুলাই রবিবার প্রদেশ ছাত্র পরিষদ কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রিয়দাস মুন্সী ও মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি শ্রীসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এবং জঙ্গিপুর মহকুমা কলেজ ছাত্র পরিষদ কমিটিদ্বয়ের আহ্বানে জঙ্গিপুর ছাত্র পরিষদ কার্য্যালয়ে এক ঘরোয়া সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় ছাত্র পরিষদের প্রায় শতাধিক কর্মী যোগদান করেন। এছাড়া উক্ত সভায় জিয়াগঞ্জ, কান্দী ও বহরমপুর কলেজের ছাত্র নেতারা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র পরিষদকে প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্রসমাজ বলে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের দালালরা যে মিথ্যা অপপ্রচার ছাত্র ও জনসমাজের মধ্যে অভিহিত করেছেন তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এবং এক চেটিয়া ছাত্র পরিষদ কর্মীদের পুলিশের হাতে নির্ম্মম মৃত্যু বরণের প্রতিবাদে ছাত্রনেতা প্রিয়দাস মুন্সী ও বহিরাগত ও স্থানীয় নেতারা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নিজ নিজ বক্তব্য এবং সরকারের কাছে বিচার বিভাগের তদন্ত দাবী করেন। সভা শেষে তাঁরা অরঙ্গাবাদের দিকে যাত্রা করেন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন

পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেণ্টিমিটার ১·২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০·০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২·০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮·০০ আঠার টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)